আদম ও হবার ভুল

আদিপুস্তক ৩ অধ্যায় ১-৭পদ

আমরা সকলেই ভুল করে থাকি। সেই সমস্ত ভুল যখন আমরা স্মরণ করি, তখন তাদের মধ্যে কিছু কিছু ভুল যদিও আমাদের হাসতে ব্যধ্য করে, আবার কিছু কিছু ভুল আমাদের জীবনে গভীর ছাপ ফেলে। আজ আমরা এই পৃথিবীর মাটিতে সংঘটিত সব থেকে বড় ভুলকে দেখতে চলেছি। এই ভুল হল, এদোন উদ্যানে আদম এবং হবার ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া। অনেকে এমন কথা বলে থাকেন, "আমি নিজে ভুল করে খুব রেগে গেছিলাম, কিন্তু তা পাপ নয়, কেবল ভুল।" না, এ কথা সত্য নয়! যখনই আমরা ঈশ্বরের অবাধ্য হই, তা যত বড় বা ছোট হোক না কেন, তা হল পাপ। আজ আমরা আদম ও হবার ভুল থেকে শিখব, যেন আমরা পাপকে এড়িয়ে চলতে পারি।

এর আগে আমরা দেখেছি, আদম ও হবাকে ভালবেসে ঈশ্বর তাদের থাকার জন্য কত সুন্দর উদ্যান তৈরী করে দিয়েছেন। ঈশ্বর সেই উদ্যানে আদম ও হবার থাকার ব্যবস্থা করার পর, তাদের উদ্দেশে খুব সহজ একটি নির্দেশ দেন, তা হল, তারা যেন সদসদ্-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল না খায় (২.১৭)। কিন্তু ৩.১ পদে বলা হয়েছে, ***"সদাপ্রভু ঈশ্বরের তৈরী ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সর্প সবথেকে খল ছিল। সে ঐ নারীকে বলল, ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলেছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খেয়ো না?"*** অর্থাৎ, এখানে আমরা 'কথা বলতে পারে এমন এক সাপের' সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। যদিও এই পদে স্পষ্ট করে এই সাপের সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয়নি, কিন্তু বাইবেলের অবশিষ্টাংশ আমাদের কাছে এই সাপের কথা পরিষ্কার বর্ণনা করে। প্রকাশিত বাক্য ১২.৯ পদে, এই সাপকে ***"এ সেই পুরাতন সাপ, যাকে দিয়াবল (কুৎসা রটনাকারী) এবং শয়তান (বিপক্ষ) বলা যায়, সে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়।"*** এর আগে আমরা পৃথিবী সৃষ্টির বিবরণ দেখেছি। কিন্তু সেখানে শয়তানের উৎপত্তির কোন কথা বলা হয়নি। কেবল তাই নয় স্বর্গদূত, যাদের কথা আমরা বাইবেলে বারংবার পেয়ে থাকি, তাদের সৃষ্টিও কবে হয়েছিল, তা আমাদের বলা হয়নি। অবশ্য, এটা পরিষ্কার যে, স্বর্গদূত ঈশ্বরেরই সৃষ্টি, যারা স্বর্গে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য সৃষ্ট হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল "প্রভাতি-তারা" (ল্যাটিন ভাষায় লুসিফার), যার নেতৃত্বে স্বর্গে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়;ফলস্বরূপ তারা সকলে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয় ও স্বর্গদূত থেকে শয়তানে রূপান্তরিত হয়। যিশাইয় ১৪.১২-১৪ পদে এই ঘটনার আভাস দেওয়া হয়েছে বলে ধরা হয়। আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে এই দিয়াবলই সাপের মধ্যে ঢুকে, তার উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে, আদম ও হবাকে ঈশ্বরের অবাধ্য হতে প্রলোভিত করে। এই শয়তান প্রথম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কীভাবে আমাদের প্রলোভিত করে চলেছে,গত সপ্তাহে, আমরা তা শিখেছি। আজ আমরা দেখব আদম ও হবা কী কী ভুল করেছিল।

১। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অবিশ্বাস- হবা ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস না করে, শয়তানের কথায় বিশ্বাস করেছিল। একইভাবে, ঈশ্বরের কথা, অর্থাৎ বাইবেলের প্রতি অবিশ্বাসের দ্বারা আমরা যে পাপ করি, তা আমাদের আরও অনেক পাপ করতে পরিচালিত করে। বাইবেল সম্পর্কিত প্রশ্ন করার মধ্যে কোন ভুল নেই, কারণ আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়, এমন অনেক বিষয় বাইবেলে আছে। কিন্তু বাইবেলের শিক্ষার সত্যতাকে অস্বীকার করা, মারাত্মক পাপ। উদাহরণস্বরূপ, এমন অনেকে আছেন, যারা নিজেদের খ্রীস্ট বিশ্বাসী বলে পরিচয় দেন, কিন্তু আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ের সত্যতাকে অস্বীকার করে। তাদের কথায় সাপের কথা বলা বা সদসদ্-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ পৌরাণিক কাহিনী বা প্রতীক মাত্র। আবার বিশ্ববিখ্যাত ঈশতত্ত্ববিদের কথায়, "সাপ কথা বলতে পারে কি না, তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়; কিন্তু সে কী বলেছিল, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।" ঈশতত্ত্ববিদের এমন কথা শুনতে ভাল লাগলেও, প্রকৃত অর্থে এর কোন মূল্যই নেই। কারণ, সাপ যদি হবাকে কোন কথা না বলে থাকে, তাহলে সে যে কথা বলেনি, সেই কথা নিয়ে এত

চিন্তা-ভাবনা করার কি কোন প্রয়োজন আছে?

একইভাবে, অনেকে এমন প্রশ্ন করে থাকেন, "আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ের ঘটনাকে সত্য না কাল্পনিক বলে বিশ্বাস করা বা না - করা আমার জীবনে কী প্রভাব ফেলে?" প্রভাব অবশ্যই ফেলে! কারণ, এদোন উদ্যান সম্বন্ধে বাইবেল যে বিবরণ দেয়, তা যদি সত্য না হয়, তাহলে অন্যান্য বিষয়ে বাইবেল যে সমস্ত কথা বলে, তা যে সত্য, তার কী গ্যারান্টি আছে? আর যখনই আমরা বাইবেলের কোন বিষয়ে অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেব, তখনই আমরা আমাদের জীবনে একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নেব বা পাপ করব। আবার অনেকে আছেন, যারা মনে করেন যে, বাইবেল যখন আধ্যাত্মিক বা নৈতিক বিষয়ে শিক্ষা দেয়, তখন তা বিশ্বাসযোগ্য হলেও, ইতিহাস বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে এর উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নয়। এমন ধারণা কেবল এক প্রজন্মের মধ্যে অবস্থিতি করতে পারে। কারণ বাবা-মা যদি আদম-হবার বিবরণ অবিশ্বাস করতে পারে, তাদের ছেলেমেয়েরা কেন বিশ্বাস করবে যে নরহত্যা বা ব্যভিচার পাপ? এইভাবে, ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অবিশ্বাসের দ্বারা আমরা আমাদের জীবনে সমূহ বিপদ ডেকে আনি। পাপী মানুষ আমরা সর্বদাই আমাদের পাপাচরণ ঢাকতে চাই, এবং যখন আমরা বাইবেলকে ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে অস্বীকার করি, তখন আমাদের সেই সমস্ত পাপাচরণের বিরুদ্ধে বাইবেলের শিক্ষাকেও অস্বীকার করি। ফলস্বরূপ, আমরা আমাদের পাপাচরণের পক্ষে অনেক অজুহাত তৈরী করি।

শয়তান যখন সাপের ন্যায় বিভিন্ন ব্যক্তিকে তার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে, ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে আঘাত করে তখন তা প্রতিহত করার একমাত্র উপায় হল, ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের বাক্য কী, তা শেখা, জানা, উপলব্ধি করা, মুখস্ত করা এবং পালন করা। যীশুর দ্বিতীয় আগমণ সম্বন্ধে অনেকেই আমাদের ভুল শিক্ষা দিতে পারে। কিন্তু আমরা যদি বাইবেল জানি ও উপলব্ধি করে থাকি; তাহলে, তারা কখনও আমাদের বিপথে পরিচালিত করতে পারবে না।

২। **"মানুষ ঈশ্বর হতে পারে,"** এমন ভ্রান্তবিশ্বাস- শয়তান হবাকে বলেছিল, ***"কারণ ঈশ্বর জানেন, যে দিন তোমরা তা খাবে, সেই দিন তোমাদের চোখ খুলে যাবে, তাতে তোমরা ঈশ্বরের ন্যায় হয়ে সদসদ্-জ্ঞান প্রাপ্ত হবে* (৫ পদ)।"** আদম ও হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হবার আগে কেবল 'উত্তম কী,' তা জানত। কিন্তু পাপ করার পর তারা 'মন্দের বাস্তবতা কী,' তার অভিজ্ঞতাও লাভ করে। একে মায়ের কথা না শুনে, শিশুর আগুনে হাত দেবার সঙ্গে তুলনা করা যায়। মায়ের কথা শুনলে, শিশুকে হাত পুড়াতে হত না।

কিন্তু এই পদ থেকে যে প্রশ্নটি আমাদের আরও বেশি চিন্তা করতে বাধ্য করে, তা হল, "আমরা কি কখনও নিজেদের ঈশ্বর বানাতে চেষ্টা করি?" কারণ, শয়তান হবার মনে এমন চিন্তা তৈরী করতে চেয়েছিল, "আমি যদি এই সদসদ্-জ্ঞান লাভ করি, আমি যদি এইভাবে ঈশ্বরের ন্যায় হই, তাহলে আমি ঈশ্বর হয়ে যাব।" যিশাইয় ১৪.১৪ পদে এই একই চিন্তা প্রভাতী-তারার (লুসিফার) মধ্যে জেগেছিল, **"*আমি পরাৎপরের তুল্য হব।*"** কী বোকার কাজ! যত চেষ্টা করা হোক না কেন, কোন সৃষ্টবস্তুই কখনও ঈশ্বরের সমান হতে পারে না, যিনি এই বিশ্বমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু।

কিন্তু আজও অনেক মিথ্যা ধর্ম ও ভুল শিক্ষা মানুষকে বিপথে পরিচালিত করতে শয়তানের পুরানো ফন্দিকে ব্যবহার করে চলেছে। বর্তমানকালে সমস্ত *New Age Movement*-এর পিছনে এই চিন্তা কাজ করে চলেছে, যারা এমন কথা বলে থাকে, "আমি অবশ্যই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছেন, এবং আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বর হতে পারি।" নিজেদের ঈশ্বর বলে মনে করার দ্বারা, আমরা আরও অনেক পাপ করে থাকি। কারণ, আমরা নিজেরা যখন নিজেদের ঈশ্বর হই, তখন আমরা কী ভাবব, কী বলব বা কী করব, তা আমাদের নিজেদের যুক্তি দ্বারাই নির্ধারিত হয়; এবং আমাদের চিন্তাই সবার উপরে স্থান পায়। আমরা এইরূপ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিই, "আমি জানি, ঈশ্বর চান যেন আমি এ কাজ করি; কিন্তু আমি এ কাজ করতে চাই না। আমি জানি, ঈশ্বর চান, আমি আমার অর্থ দরিদ্রদের দান করি, মণ্ডলীতে নিয়ে আসি; কিন্তু আমি আমার ইচ্ছামত আমার অর্থ ব্যবহার

করতে চাই।" যখনই আমরা এইভাবে ঈশ্বরের বাক্যের অবমাননা করি, তখনই আমরা নিজেদের ঈশ্বর বলে প্রতিপন্ন করি। তার অর্থ, আমরা শয়তানের মিথ্যায় বিশ্বাস করেছি;এবং আমাদের ক্ষমতাকে ঈশ্বরের ক্ষমতার সমতুল্য বলে মনে করছি।

৩। প্রাকৃতিক প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ- আদিপুস্তক ৩.৬ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"নারী যখন দেখলেন, ঐ বৃক্ষ সুখাদ্য-দায়ক ও চোখের লোভজনক, আর ঐ বৃক্ষ জ্ঞানদায়ক বলে বাঞ্ছনীয়, তখন তিনি তার ফল পেড়ে খেলেন; পরে নিজের মত স্বামীকে দিলেন, আর তিনিও খেলেন।"*** এই কথা থেকে আদম ও হবার জীবনের নীতি প্রকাশিত, "যদি দেখতে সুন্দর হয়, তা খাও!" আজকের দিনে অবশ্য এই নীতির একটু পরিবর্তন হয়েছে, "যদি তোমার ভাল মনে হয়, তা কর!" একেই যোহনের ১ম পত্রে জগতের অভিলাষ বলা হয়েছে (১ যোহন ২.১৬)।

এর থেকে আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করি। এমন অনেক কাজের আমরা সম্মুখীন হই, যেগুলি করা উচিৎ নয়, তা আমরা ভাল করে জানি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তা করতে আমাদের মনে খুব ইচ্ছা জাগে। যখনই আমি কোন নিমন্ত্রণ বাড়ীতে যাই, আমি ভাল করে জানি, মিষ্টি খাওয়া আমার উচিৎ নয়; কিন্তু মিষ্টি দেখলেই আমারে জিভে জল এসে যায়। মানুষ হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, অর্থ, জনপ্রিয়তা, ক্ষমতা বা যৌনতার ক্ষুধা আছে। মানুষ হিসাবে এই সমস্ত ক্ষুধাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, এরা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এগুলি যেন আমাদের উপর নিয়ন্ত্রণ না চালায়। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের স্বাভাবিক ক্ষুধা অনুসারে নয় কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে কাজ করতে হবে।

আদম ও হবার ভুল থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি। (১) আমরাও আদম ও হবার মত একই ভুল বা পাপ বারংবার করেছি। আমরা পাপী। আমরা ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে জীবনযাপন করতে ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের নিজেদের পাপ স্বীকার করতে হবে- আদম ও হবার মত আমরা যেন অন্যের উপর বা ঈশ্বরের উপর দোষ না চাপাই (১২, ১৩ পদ)। পরিবর্তে ১ যোহন ১.৯ পদানুসারে নিজের নিজের পাপ স্বীকার করি ও খ্রীস্টের ক্ষমা গ্রহণ করি। (২) পাপের ক্ষেত্রে, বিস্তর চিকিৎসার থেকে সামান্য প্রতিষেধক ভাল। নিজেদের ঈশ্বর বানানো নয়; কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যে নির্ভর করে এবং আমাদের স্বাভাবিক ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রিত করে, যখন আমরা সিদ্ধান্ত নিই ও জীবন যাপন করি, আমরা ভুল বা পাপকে এড়িয়ে চলবার সুযোগ পাই। এ কথা সত্য, আমরা সবাই পাপ করে থাকি, আমরা আমাদের সৎকার্যের দ্বারা পাপ থেকে মুক্তি পাই না; কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা, যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পাই। আমরা কেউ এই পৃথিবীতে নিষ্পাপ, নিখুঁত জীবন যাপন করতে পারি না; সর্বদাই খ্রীস্টের ধার্মিকতার উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু এমন চিন্তা আমাদের জীবনে খুবই মারাত্মক, "শয়তানের প্রলোভনের কাছে নিজেদের সঁপে দেওয়া, কোন ব্যপার নয়।" আমাদের উচিত "আমাদের পরীক্ষাতে আনিও না" এই প্রার্থনা বারবার করা এবং ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করা, ***"মানুষ যা সহ্য করতে পারে, তা ছাড়া অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটে নাই... তিনি তোমাদের শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটতে দেবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও করে দেবেন, যেন তোমরা সহ্য করতে পার"*** (১ করি ১০.১৩)।